যুগান্তর

তারিখ 18 OCT 2017

রাজধানীর আশপাশে ১০টি মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাজধানীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে না। এ কারণে মাধ্যমিক পর্যায়ে রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের চাপ বাড়ছে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা শহরের নিকটবর্তী এলাকায় নতুন ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ৬৭৩ কোটি ৪৬ লাখ টাকা ব্যয় ধরে একটি প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এটিসহ মোট ১০টি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে। এগুলো বাস্তবায়নে ব্যয় হবে পাঁচ হাজার ৭৮৩ কোটি ৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে তিন হাজার ২৯৬ কোটি ৩২ লাখ টাকা, বৈদেশিক সহায়তা থেকে দুই হাজার ৪৭২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিজস্ব তহবিল থেকে ১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। মঙ্গলবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনামন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল অনুমোদন পাওয়া বিভিন্ন প্রকল্পের বিস্তারিত সংবাদিকদের সামনে উপস্থাপন করেন। এ সময় মন্ত্রী জানান, বৈঠকে শিক্ষাসংক্রান্ত আরও দুটি প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। রংপুর, বরিশাল ও চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের লক্ষ্যে ১০৪ কোটি দুই লাখ টাকা ব্যয় ধরে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক। এ ছাড়া কেরানীগঞ্জে ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকল্পে ব্যয় ধরা হয়েছে ৪১৩ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।

মন্ত্রী জানান, রাজধানী ঢাকার আশপাশের এলাকায় অনেক দিন ধরে কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়নি। এ সব এলাকার মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের অনেক বিড়ম্বনার শিকার হতে হচ্ছে। এ সব দিক বিবেচনায় ঢাকা শহরসংলগ্ন এলাকার দ্রুত বর্ধনশীল জনসংখ্যার জন্য ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। ফলে শিক্ষার্থী ভর্তির চাপ কমে আসবে। তিনি জানান, ঢাকা জেলার নবীনগর, আশুলিয়া, ধামরাই, পূর্বাচল, হেমায়েতপুর,

একনেকে ৫ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকার ১০ প্রকল্প অনুমোদন

জোয়ারসাহারা, সাইনবোর্ড, চিটাগাং রোড, শাহজাদপুর ও ঝিলমিল এলাকায় এ সব বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে ১০ তলা ভবন করা হবে। এসব বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের জন্য নির্মাণ করা হবে দ্বিতলা আবাসিক ভবন। ২০২০ সালের মধ্যে এ কাজ শেষ করবে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর।

প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন হিসেবে মন্ত্রী জানান, বিটিআরসির নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন প্রকল্পে যেহেতু আগের তুলনায় ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় বেড়েছে। সেজন্য ওই মন্ত্রণালয়ের সচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি করে চীনের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দরকষাকষি করতে হবে। হাইওয়ে পুলিশের জন্য আউটপোস্ট নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পে দোতলার পরিবর্তে চারতলা ভবন তৈরির নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কেননা এর নিচের তলা উঁচু করে এর মধ্যে ক্রেন, রেকারসহ যন্ত্রপাতি রাখতে বলেছেন।
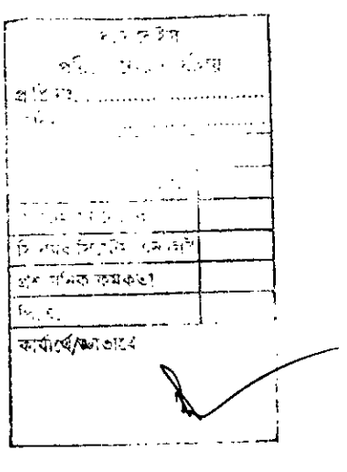
ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, অনুমোদন পাওয়া অন্য প্রকল্পগুলো হচ্ছে, জিঞ্জিরা-কেরানীগঞ্জ-দোহার-শ্রীনগর মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৪৭০ কোটি টাকা। মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংরক্ষণ ও মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি জাদুঘর নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ১৭৮ কোটি ৯৮ লাখ টাকা। ল্যান্ডলাইনে টেলিযোগাযোগ সেবার রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডের (বিটিসিএল) সক্ষমতা বাড়াতে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে একনেক। এটি বাস্তবায়নে ব্যয় হবে দুই হাজার ৫৭৩ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এতে এক হাজার ৮১৭ কোটি ২৮ লাখ টাকা ঋণ দেবে চীন সরকার। পুলিশ বিভাগের ৫০টি হাইওয়ে আউটপোস্ট নির্মাণ প্রকল্পের সময়সীমা আরেক দফায় বাড়ানো হয়েছে। ২০১৩ সালে কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও প্রকল্পের দ্বিতীয় সংশোধনীতে বাস্তবায়নকাল ধরা হয়েছে ২০১৮ সালের জুন পর্যন্ত। দ্বিতীয় সংশোধনীতে প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ১৩৮ কোটি ৬১ লাখ টাকা। এ ছাড়া ৬৩ কোটি টাকা ব্যয় ধরে ভাসমান বেডে সবজি ও মসলা চাষ গবেষণা, সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়করণ প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে। বরিশাল জেলার সদর উপজেলায় কীর্তনখোলা নদীর ভাঙন থেকে চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ৩৩১ কোটি টাকা। রাজাপুর-পিরোজপুর কচা নদীর ওপর সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয়েছে ৮২১ কোটি টাকা।